আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-৪

গরিমার প্রশ্ন

যৌন হিংসার বিরুদ্ধে আইন-২০১৩

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

গরিমার প্রশ্ন

(যৌন হিংসার বিরুদ্ধে আইন-২০১৩)

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-৪

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

সত্যমেব জয়তে

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

GARIMAR PRASHNA : This book is based on legal awareness for the neoliterates on sexual harassment of women at work place. This book is prepared by National Literacy Mission Authority and Department of Justice, Govt. of India, New Delhi. This book is translated and published by State Resource Centre Assam, 1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road, Ambari, Guwahati-781001 (Assam)

March 2016 (500)

মূল পুথি	:	গরিমা কা সবাল
পুথি প্রস্তুতি কর্মশালায় অংশগ্রহণ কারীসকল	:	শ্রীস্বপন চন্দ্র পাল, শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, শ্রীরণবীর সরকার ও শ্রীমতী মানসী সাহা
প্রথম প্রকাশ	:	মার্চ ২০১৬ (৫০০)
প্রকাশক	:	রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম, মাণ্ডবী এপার্টমেণ্টছ, জি এন বি রোড, আমবারী, গুয়াহাটী-৭৮১ ০০১
সম্পাদনা	:	অনুরাধা বরুয়া, প্রসন্ন কুমার কলিতা
মুদ্রক	:	শরাইঘাট অফছেট প্রেছ বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটী-২১

কৃতজ্ঞতা

সাক্ষর ভারত কর্মসূচি ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছিল। দেশের ৪১০ টি জেলা, যেখানে মহিলা সাক্ষরতার হার খুবই কম সেই জেলাগুলোকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। সাক্ষর ভারত কর্মসূচির মূল কেন্দ্রবিন্দু হল গ্রামীণ এলাকার মহিলারা, তপশিলি জাতি / উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ। এই কর্মসূচিতে প্রাথমিক সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে সমতুল্যতার কর্মসূচি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বতন্ত্র শিক্ষার সংযোজন করা হয়েছে।

সাক্ষরতার সুবিধা ভোগীদের দৈনিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আন্তঃব্যক্তিক প্রচার অভিযান কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে যে বিষয়গুলি আছে তাদের মধ্যে আইনি সাক্ষরতা একটি অন্যতম বিষয়।

আইনি বিষয়ের তথ্য সহজভাবে জনগণকে জানানোর জন্য আইনি সাক্ষরতা বিষয়ক উপকরণ শৃঙ্খলা তৈরী করা হয়েছে। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয় ভারত সরকার এবং রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র অসম দ্বারা আয়োজিত কর্মশালায় রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র ত্রিপুরা ও অসমের লেখক-লেখিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ তথা জাতীয় সাক্ষরতা মিশন ও বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তার মাধ্যমে এই উপাদানগুলি তৈরী হয়েছে।

আইনি সাক্ষরতার উপাদানগুলি তৈরীতে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার এবং এক্সেস টু জাষ্টিস (নর্থ ইষ্ট এণ্ড জম্মু কাশ্মীর) দলের দ্বারা কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এই উপাদানগুলির অনুমোদন দিয়েছে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষসকল সহায়ক সংস্থা / বিভাগগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে। আশা করা হচ্ছে যে, এই উপাদানগুলির আইনি সাক্ষরতার বিষয়ে জনগণের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উপযোগী হবে।

জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান কর্তৃপক্ষ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রনালয়
নতুন দিল্লি

আমাদের বক্তব্য

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম এই পুস্তিকাসমগ্র বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। গুয়াহাটীতে অনুষ্ঠিত লেখা প্রস্তুতি কর্মশালায় এই পুস্তিকাসমগ্রের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। অনুদিত পুস্তিকাটি অসম রাজ্যিক আইন সেবা প্রাধিকরণ দ্বারা অনুমোদিত। এই সুযোগে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা প্রতিজন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হল। আশা করি পাঠক পুস্তিকাটি সাদরে গ্রহণ করবেন।

সমীরণ ব্রহ্ম
সঞ্চালক
রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম

ASSAM STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
1ST FLOOR, GAUHATI HIGH COURT, OLD BLOCK
GUWAHATI - 781001, ASSAM
PHONE : 0361 - 2516367, FAX : 0361 - 2601843
অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী
গুৱাহাটী - ৭৮১০০১

No. ASLSA-38/2014/71

Dated: Guwahati the 03rd May'2016

To
The Director,
State Resource Centre - Assam,
1- CD, Mandovi Apartments,
GNB Road, Ambari, Guwahati-781001
(Assam)

Sub: VETTING OF IEC MATERIALS ON LEGAL LITERACY COMPONENTS.

Ref.: Your letter no. SRC/170/97/654-56 dated 21.03.2016.

Dear Sir,

In inviting a reference to the subject as cited above, undersigned has the honor to state that the vetting of the IEC materials on legal literacy components in Bengali Language have been completed and are being returned herewith after minor modifications in sentence/word structuring and are shown in ink/pencil markings.

With best regards

Yours faithfully

(Mridul Kr. Saikia)
Member Secretary i/c
Assam State Legal Services Authority

Encl:
As stated above.

গরিমার প্রশ্ন

রাণুর বিয়ের ৬ বছরের মধ্যে তার স্বামী মারা যায়। দুই ছেলে মেয়ে লালন পালনের দায়িত্ব রাণুর উপর এসে পড়ল। ও তো নিজের দুঃখ বোঝার সময়ই পেলনা। প্রথমে তো আত্মীয়ের ভিড়, তার উপর বাচ্চাদের প্রশ্ন। এইসব সমস্যা শেষ হতে না হতেই সেই সময় এসে গেল যখন রাণুকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সে কিভাবে রোজগার করবে। ঘর ভাড়া, ছেলে-মেয়ের পড়াশুনা, খাওয়া পড়ার যে খরচা লাগবে সেগুলি কিভাবে চলবে।

রাণু হাতের কাজ খুব ভাল করত। সে ভাবল এই বিপদের দিনে এই হাতের কাজই তাকে সাহায্য করবে। তাই সে পাশের বাড়ির মীনা কাকিমার কাছে তার মনের কথা বলল। তখন মীনা কাকিমা বলল যে সে তার বরের সঙ্গে কথা বলে রাণুর কাজের ব্যবস্থা করবে।

কিছু দিন পরে মীনা কাকিমা রাণুকে বলল যে ওর হাতের কাজ সুন্দর। কিছু জিনিষ বানিয়ে পাশের বুটিকের দোকানে দিয়ে আসতে। যদি বুটিক ওর কাজ পছন্দ করে তবে

অর্ডারে ওর কাছে কাজ আসবে। তা শুনে রাণুর মনে আশার আলো জেগে উঠল। রাণুর কাছে আগের বানানো কিছু লেডিস ব্যাগ, মোবাইল কভার, বটুয়া ছিল। সে তার আলমারি খুলে সেগুলি খুঁজতে লাগল। আলমারির মধ্যে সে তার বিয়ের শাড়িটা খুঁজে পেল। শাড়িটা দেখে রাণু খুব করে কাঁদলো। কিছুক্ষণ পর সে নিজেকে সামলে নিল, আর ভাবলো বিয়ের পর শুধু সুখী হব এইটাই কেন ভাববো?

ওর স্বামীর দেওয়া ছেলে মেয়ে তো ওর কাছে আছে।

তারপর ও ওর সেলাইয়ের কাজের সব জিনিষ বের করে রেখে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। সকালে তাড়াহুড়ো করে রাণু ঘরের সব কাজ শেষ করলো। তারপর মীনা কাকিমার দেওয়া ঠিকানার দিকে চলে গেল। তার মনে ভালমন্দ অনেক ধরণের ভাবনা আসছিল। যদি আমার কাজ ওদের পছন্দ না হয় তাহলে কি হবে, আমি তো আর কিছুই করতে জানি না। যদি তারা আমাকে না করে দেয় তাহলে আমি টিফিন বানানোর কাজ শুরু করে দেব। ভাবতে ভাবতে সে সেলাইয়ের দোকানে পৌঁছে গেল, রাণু ভয়ে ভয়ে দোকানে ঢুকলো।

বিভিন্ন রকমের সালোয়ার, ল্যহেঙ্গা, শাড়ি আর কুর্তিগুলি দেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। রাণু ভাবতে লাগলো যে সেও কি কোন দিন এই রকম কাজ করতে পারবে। ঠিক সেই সময় একজন মহিলাকে সামনে দেখল। তিনিই হলেন গীতাদিদি। দোকানের মালকিন। রাণুকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন এখানে কেন এসেছ? রাণু দুঃখের সঙ্গে তার জীবনের সব কথা খুলে বলল আর সঙ্গে আনা কাজগুলিও দেখালো। তার হাতের কাজগুলো সত্যিই খুব সুন্দর ছিল। গীতাদিদি রাণুকে বললেন যে আমি তোমার কোন উপকার করছি না। তোমার কাজ খুব সুন্দর। আমি তোমাকে কাজ দেব। তুমি চিন্তা করো না। রাণু মনে মনে ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানালো। রাণু আশাই করেনি যে ওর মনের কথা এত তাড়াতাড়ি পূরণ হয়ে যাবে।

গীতাদিদি ওকে একটা শাড়ি দিলেন। কিভাবে সেলাই করবে তার একটা আঁকা নমুনা দিলেন। পুতি, সুতো সব জিনিষ দিলেন। একটা সময়ও ঠিক করে দিলেন যে সময় কাজটা শেষ করে আনতে হবে।

রাণু খুব তাড়াতাড়ি করে হেঁটে বাড়ির দিকে ছুটে গেল।

প্রথমে মীনা কাকিমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে গেল। রাণু রোজ দুপুরে সেলাইয়ের কাজ করতে লাগল, ফলে গীতাদিদির দেওয়া তারিখের আগেই ওর কাজ শেষ হয়ে গেল। রাণু তার প্রথম কাজের টাকার জন্য ভীষণ খুশি হলো। সে বুটিকে গেল, গীতাদিদি তার কাজ দেখে খুশি হলেন। গীতাদিদি রমেশকে বললেন যে তাকে টাকা দিয়ে দিতে। রাণু এইবার একটা জামা নিয়ে গেল, যত বড় কাজ

হবে তত বেশি টাকা পাবে। এভাবেই কাজের দেওয়া নেওয়া চলতে লাগল, রাণু নিজের মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিল। এখন ওর হাতে কিছু টাকা আসতে লাগলো। জারদৌসির কাজ ওর শখের ছিল। রাণু ভীষণ খুশি ছিল, যে ওর শেখা কাজটা বিপদের সময় ওর কাজে এসেছে।

অনেক সময় এমন হতো যে গীতাদিদি দোকানে থাকতেন না। কিন্তু রাণু রমেশর কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাড়ি চলে যেত। অনেক সময় রাণুর এমন লাগত যে রমেশ রাণুর দিকে অনেকক্ষণ ধরে থাকিয়ে আছে। কিন্তু রাণু এইসব নিয়ে কিছু ভাবতো না। আস্তে আস্তে টাকা দেওয়ার সময় রমেশ রাণুর হাতের সঙ্গে তার হাত লাগাতো। রাণুর এইসব খুব অস্বস্তি লাগত। সে কিছু বলতে লজ্জা পেত। কিন্তু রাণু নিজের মনকে সান্ত্বনা দিত যে ভুলে হয়ত এমন হয়েছে।

রমেশ রাণুর পরিবারের সব কথা জানতো। সে জানতো যে রাণু একজন বিধবা অসহায় মহিলা। রমেশ রাণুকে সেই সময় ডাকতো যখন গীতাদিদি বুটিকে থাকতেন না। সে অনেক সময় রাণুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো। রাণুর যাওয়ার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতো। রাণু কি করবে, টাকাটা তো এর কাছ থেকেই নিতে হবে। ও মনে

মনে দুঃখ পেত। রমেশের এই ব্যবহার ওর খুব খারাপ লাগতো। এক দুই বার তো ও বাড়িতে গিয়ে খুব কাঁদলো। একবার এমন হল যে বুটিকে যখন রাণু নিজের কাজ দিতে এল তখন বুটিকে মাত্র এক দুই জন কারিগরই ছিল। সুযোগ বুঝে রমেশ রাণুকে বলল যে সে রাণুর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে চায়। এই কথা শুনে রাণুর পায়ের নিচের মাটি সরে গেল। সে টাকা না নিয়ে বাড়ির দিকে দৌড়ে পালালো। কোন এক অজানা ভয়ে ওর সারা শরীর কাঁপতে লাগলো। ওর চোখে মুখে ভয়ের ছাপ, এমন ঘটনা ওর সাথে এই প্রথম হলো।

অদ্ভুত ভাবে সেই দিন মীনা কাকিমার সাথে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। তাকে দেখে রাণু দুঃখিত হয়ে পড়লো। যখন মীনা কাকিমা সব কথা জানতে চাইলেন তখন রাণু কাকিমাকে সব কথা বলল। রাণুর মনে ভয় হল যে আগামী দিনে কি হবে।

পরের বার যখন ও টাকা নিতে যাবে তখন রমেশ ওকে কি বলবে। কি করবে? সে কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছে। মীনা কাকিমা বললেন যে ওকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কাজ ছেড়ে দেবে তো কি করবে? নতুন জায়গাতে কি নতুন রমেশ থাকবে না, তার কি নিশ্চয়তা আছে?

কাকিমা বললেন যে উনি পত্রিকাতে পড়েছেন হেনস্তা করাও অপরাধের মধ্যে পড়ে। যার শাস্তি রমেশের পেতেই

হবে। তারপর দুজনে মিলে ঠিক করলো যে সব ঘটনা গীতাদিদিকে খুলে বলবে। বাকি মহিলারা যাতে রমেশের হেনস্তার শিকার না হয়। গীতাদিদির স্বামী পুলিশের অফিসার, সেজন্য গীতাদিদি আইনের অনেক কিছু জানেন। গীতাদিদির কাছে সব কথা শুনে রমেশ ভয় পেয়ে গেল। শাস্তির ভয়ে রমেশ স্ত্রী, ছেলে মেয়ের কথা ভাবতে লাগলো। সে তখন গীতাদিদির কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলো। আর বলল যে আগামী দিনে সে এমন ভুল আর করবে না।

গীতাদিদি ভাবলো এইটা তার প্রথম অপরাধ, তাই রমেশকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু সে যে অপরাধ করেছে তার অনুতাপ করা দরকার।

তাই গীতাদিদি তাকে বকাবকি করে বললেন যে কালকে তিনি তাঁর স্বামীর সাথে রমেশের দেখা করাতে চান।

রমেশের আর কিছু করার ছিল না, রাজি তো হতেই হবে। গীতাদিদির স্বামী রমেশের সাথে বেশ কড়া ভাবে কথা বললেন। তিনি বললেন যে আজকাল মেয়েদের উপর যে পাশবিক অত্যাচার হচ্ছে, তার শুরু এই ছোট অপরাধ থেকেই হয়, আস্তে আস্তে সেগুলি ভয়ানক রূপ নেয়। আজকাল মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে কাজ করছে। ছেলেদের উচিত মেয়েদের এই অবস্থা বোঝার। ছেলেদের উচিত না মেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওদের সাথে বন্ধুত্ব করার। মেয়েদের আত্মসম্মান খুব তাৎপর্যপূর্ণ। যেটা রক্ষা ছেলেদেরই করতে হবে।

গীতাদিদি রমেশকে বললেন যে এইটা তোমার প্রথম অপরাধ তাই তোমাকে ভাল হবার একটা সুযোগ দেব। আগামী দিনে রাণুর প্রতি তোমার ব্যবহার যেন সম্মানের

হয়, না হলে কিন্তু তুমি জেলে যাবে। অনুশোচনায় রমেশের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল, রমেশ গীতাদিদি আর রাণুর কাছে ক্ষমা চাইলো।

রাণু সব কিছু শুনছিল। ওর কাছে সবকিছু অদ্ভুত লাগল যে মেয়েদের আত্মসম্মানের জন্য সরকার আইন বানিয়েছে, যা ওর কিছুই জানা ছিল না। এখন রাণু একটা নতুন শক্তি পেল। অজানা এই পৃথিবীতে ছেলে-মেয়েকে নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে। একবার আবার ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতায় ওর মাথা নত হয়ে গেল।

যৌন হেনস্তার আইনি ব্যবস্থা

* মহিলাদের কাজের জায়গায় হেনস্তা নিবারণ, প্রতিরোধ, প্রতিবিধান আইন ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তে চালু হয়েছে।
* এই আইন পরিচারিকাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
* এই আইনে ৯০ দিনের মধ্যে অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে, যদি কর্তৃপক্ষ এসব না করে তাহলে কর্তৃপক্ষের জরিমানা দিতে হবে।
* যদি কাজের জায়গায় মহিলাদের বিরুদ্ধে হেনস্তা থামানো না যায়, অথবা অপরাধীকে শাস্তি দিতে না পারা যায়, তাহলে শাস্তি আরো কঠিন হবে। এমনও হতে পারে যে তার অফিসে আসা বন্ধ করা যায়।
* অপরাধীকে ৫০,০০০/- টাকা জরিমানা দিতে হবে।
* ছোঁয়া (স্পর্শ করা), বাজে ছবি দেখানো, বাজে কথা বলা এবং শারীরিক সম্পর্কের কথা বলা বা নিবেদন করা এই সব হেনস্তার মধ্যে পড়বে। এই ধরণের হেনস্তা কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না। এই ধরণের ব্যবহার অশোভন।
* কাজের জায়গায় কি ধরণের ব্যবহার দণ্ডনীয় ও অশোভনীয় তা লিখে বোর্ডে লাগাতে হবে।
* প্রত্যেক কাজের জায়গাতে একটি সমিতি থাকা দরকার যেখানে মেয়েরা তাদের উপর হওয়া অন্যায়ের কথা বলতে পারে।

প্রকাশিত বইগুলি

১। চোখ খোলে গেল (ভারতীয় নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য)

২। নিবারণ দাদু তথ্য পেলেন (তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫)

৩। রমার পাঠশালা (শিক্ষার অধিকার অধিনিয়ম ২০০৯)

৪। গরিমার প্রশ্ন (যৌন হিংসার বিরুদ্ধে আইন ২০১৩)

৫। যৌতুক ঐতিহ্য নয় অভিশাপ (পণ বিরোধী আইন ১৯৬১)

৬। আশার আলো
(পারিবারিক সহিংসতার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষার আইন ২০০৫)

৭। এখন আর কেউ থাকবে না অনাহারে (খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩)

৮। অত্যাচারের শেষে (উপজাতি - জাতি অত্যাচার নিবারণ নিয়ম ১৯৮৯)

৯। রমেশ ন্যায় পেয়েছে (বিনামূল্যে আইনি সহায়তা)

১০। আমাদের জঙ্গল-আমাদের ঐতিহ্য
(বন অধিকারের মান্যতা আইন ২০০৬ এবং নিয়ম ২০০৮)

১১। ভারত সরকারের প্রধান প্রধান প্রকল্প

Saakshar Bharat

STATE RESOURCE CENTRE ASSAM
1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road
Ambari, Guwahati-781001
E-mail-srcassam@hotmail.com
Website : www.srcguwahati.in